‘সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় লোকে চাকরি খোঁজে না, চাকরিই খোঁজে লোক’

আমেরিকার কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, ইংরেজির বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং মার্কিন লেখকদের ফ্যাসিস্ট বিরোধী লিগের কার্যকরী সম্পাদক ফ্রাঙ্কলিন ফলসম ‘আমার চোখে সোভিয়েত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার’ শীর্ষক একটি বই লিখেছেন। এই বইয়ে সোভিয়েত নাগরিকদের শ্রমের অধিকার, অন্ন-বস্ত্রের অধিকার, স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, নারীর সমানাধিকার, জাতিসমূহের সমানাধিকার, শিল্প-কলা উপভোগের অধিকার, ধর্মাচরণের অধিকার, সমালোচনা-ব্যবস্থাপনা ও শরিকানার অধিকার, শান্তির অধিকার প্রভৃতি নিয়ে মূল্যবান অলোচনা রয়েছে। বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন মার্কসবাদকে হাতিয়ার করে মহান লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালের মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এইসব অধিকার রুশ নাগরিকদের দিয়েছিল।

ফ্রাঙ্কলিন লিখেছেন, ১৯৩০ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে বেকারি নেই। ১৯৩৬ সালে সোভিয়েত সংবিধান প্রতিটি নাগরিককে চাকরির নিশ্চয়তা দিয়েছিল। শ্রমের অধিকার সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের সংবিধানসম্মত অধিকার। অর্থাৎ তাদের কাজ পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে এবং তার পরিমাণ ও গুণানুযায়ী বেতন রাষ্ট্র-নির্ধারিত ন্যূনতম পারিশ্রমিকের কম নয়। সমাজের চাহিদাকে হিসাবে ধরে নাগরিকদের প্রবণতা, দক্ষতা, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা অনুযায়ী কাজ বা বৃত্তি বেছে নেওয়ার অধিকার আছে।

এই অধিকার সুনিশ্চিত করা হয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সমাজের উৎপাদনী শক্তিগুলির ক্রমাগত বৃদ্ধি, বিনা ব্যয়ে বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ, দক্ষতার উন্নতি এবং নতুন নতুন বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের দ্বারা।

বিপ্লবের আগে, জারের রাশিয়ায় বেকারি ছিল। তারপর সাত বছর ধরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ চোদ্দটি বিদেশি রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর হামলায় শিল্প মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহু কৃষক কাজের খোঁজে শহরে এসে ভিড় জমায়। কৃষক জনগণের সঙ্গী ছিল মরশুমি বেকারির ঝামেলা। বিশের দশকের শেষে গ্রামাঞ্চলে বেকারের সংখ্যা ছিল ৮০ থেকে ৯০ লক্ষ। ব্যাপক নিরক্ষরতা ও শিল্পের কাজে অদক্ষতার দরুন এদের শিল্পে গ্রহণ করা সহজ ছিল না।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এদের দক্ষ করে তোলার ব্যবস্থা করেছিল। প্রথমত, বহু সংখ্যক বেকারকে নিখরচায় খাওয়ার এবং হোস্টেল বা ব্যারাকে থাকার সুবিধা দিয়েছিল। এছাড়াও ছিল নগদ অর্থ সাহায্য। অনেক ক্ষেত্রে বেকার জনতা নিজেরাই সমবায় গঠনের মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কাজে শরিক হওয়ার জন্য সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হত। এই ধরনের কয়েকটি জনকল্যাণ প্রকল্প গড়ে উঠলে ওইসব সমবায়ে নতুন ধরনের কাজ করার জন্য কর্মী প্রশিক্ষণমূলক পরিকল্পনা চালু করা হয়।

মূলত, শিল্পায়নই বেকারির অবসান ঘটিয়েছিল। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার প্রথম বছরই অর্থাৎ ১৯২৯ সালে অর্থনীতির কোনও কোনও শাখায় সত্যিকার শ্রমিক ঘাটতি শুরু হয়েছিল। যেমন— কয়লাখনি ও কাঠশিল্প, পিট সংগ্রহ ও মাল ওঠানো-নামানোর কাজে। ১৯৩০ সালের শেষ নাগাদ প্রত্যেকের জন্য এসেছিল একাধিক কাজের সুযোগ। ১৯২৯-১৯৪১ সালের মধ্যে চালু হয়েছিল ৯০০০ নতুন বৃহদায়তন শিল্পোদ্যোগ।

অতীতের উত্তরাধিকার হিসাবে পাওয়া বেকারির সমস্যাটি সোভিয়েত সমাজতন্ত্র নানাভাবে সমাধান করেছিল। বৃহদায়তন শিল্প ও কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা—এ দুটিরই বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়েছিল যাবতীয় মূল উৎপাদন ব্যয়ের সামাজিক মালিকানার কল্যাণে। ১৯৩০ সাল থেকে বেকারি সৃষ্টি হওয়ার কোনও কারণই সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতিতে দেখা যায়নি।

শ্রমকে সহজতর করা, শ্রমসময়কে কমানোই ছিল সোভিয়েত সমাজের লক্ষ, শ্রমকে এড়ানো মোটেই লক্ষ্য ছিল না। বরং শ্রম ছিল সম্মানিত আর উত্তম শ্রমিকরা শুধু আর্থিক পুরস্কারই নয়, উচ্চ সম্মানেরও অধিকারী হত।

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে শ্রমের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিশ্রাম ভোগ করার অধিকার। সোভিয়েত

সংবিধানের ৪১নং ধারা অনুযায়ী, সোভিয়েত নাগরিকদের বিশ্রাম ছিল অধিকার। এই অধিকার সুনিশ্চিত করা হয় শ্রমশিল্প, অফিস ও বিভিন্ন পেশার কর্মীদের জন্য সর্বাধিক ৪১ ঘণ্টা কাজের সপ্তাহ, একাধিক বৃত্তি ও পেশার জন্য কম কাজের ঘণ্টা প্রবর্তন করে। বার্ষিক সবেতন ছুটি ও সাপ্তাহিক বিশ্রামের দিনের সংস্থান করে, একইভাবে সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও স্বাস্থ্য চর্চার প্রতিষ্ঠানগুলির আরও সম্প্রসারণ করে এবং ব্যাপক আকারে খেলাধূলা, শরীর চর্চা ও পর্যটনের বিকাশ ঘটিয়ে, আবাসিক নীতির ভিত্তিতে বিশ্রামের অনুকূল সুযোগ ও অবসর সময়ের যথোপযুক্ত ব্যবহারের অন্যান্য ব্যবস্থার সংস্থান করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমের অধিকারের মতো শ্রমের বাধ্যতাও ছিল। অবসরপ্রাপ্ত, বিকলাঙ্গ ও শিশু ছাড়া সোভিয়েত দেশে মানুষের এমন কোনও স্তর নেই যারা শ্রম ছাড়া থাকতে পারে। এ দেশে খাজনার মুনাফাভোগী কোনও জমিদার নেই। নেই বিনিয়োগকারী কোনও মুনাফাজীবী। কোনও সময় ব্যক্তি বিশেষ কালোবাজারি, তছরুপ বা কারখানার মালপত্র চুরির মাধ্যমে পরের শ্রমে জীবিকার্জনের চেষ্টা করলে তাকে অবশ্যই কঠোর সাজা পেতে হয়। পরজীবীরা নয়, কর্মীষ্ঠরাই সমাজতন্ত্রে আদৃত।

সুস্থ, পূর্ণবয়স্ক মানুষের পক্ষে শ্রমের জন্য অপরাধবোধ থাকার কোনও সঙ্গত কারণ ছিল না। কারণ প্রতিটি মানুষই তো দেশের জমি, কল-কারখানা ও প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানার শরিক।

বড় বড় সংস্থা ও কলকারখানা ইত্যাদির ফটকে রাখা বিশেষ বোর্ডে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। শহরগুলিতে (বড় শহরের মহল্লাতেও) বিশেষ ব্যুরো রয়েছে যেগুলি কল-কারখানার কর্মী পরিস্থিতির খোঁজ রাখে এবং জনসাধারণকে আরও সুবিধাজনক চাকরির সন্ধানে সহায়তা জোগায়।

সোভিয়েত রাশিয়ার সংবাদপত্রে কলামের পর কলাম বোঝাই ছিল কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি ও এজন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার বিবরণীতে। কিন্তু সেখানে 'কর্ম চাই' জাতীয় একটিও বিজ্ঞাপন ছিল না, যেমনটি দেখা যায় পুঁজিবাদী দেশগুলিতে।

এখানে ব্যাপারটাই উল্টো, চাকরিই খুঁজছে লোককে।